



## 130209 - রোযাদাররে উচতি সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়ার চেষ্টা করা

### প্রশ্ন

পবত্রির রমযান মাসে সহেরৌ খাওয়ার ব্যাপারে অনেকে কথা শুন। মসজিদে যে হাদিসগুলো পড়া হয় সেখানে শুনিয়ে, সহেরৌতে বরকত রয়েছে। কিন্তু দরৌতে ডনিার করার কারণে অনেকে সময় আমাদের সহেরৌ খাওয়ার রুচি থাকে না। এই বরকতটি আমাদের ছুটে যায়। এ কারণে কি আমাদের কোন গুনাহ হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নঃসন্দহে সহেরৌ খাওয়া সুন্নত ও ইবাদত। কোনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহেরৌ খাওয়ার নর্দশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” তিনি আরও বলেন: “আমাদের রোযা ও আহলে কতিাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলওে সহেরৌ খাওয়া।” তিনি নিজি সহেরৌ খেতেন। সুতরাং সহেরৌ খাওয়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়। তাই যে ব্যক্তি সহেরৌ খায় না; তার গুনাহ হবে না। তবে সে সুন্নতকে ছেড়ে দলি।

সজেন্য সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়া উচতি। বেশি পরিমাণে খাওয়া আবশ্যকীয় নয়। শেষে রাতযে যা আছে সেটো দিয়েই সহেরৌ খাবনে; এমনকি কয়কেটি খজুর হলওে কথিবা যে কোন খাবার সামান্য হলওে। আর যদি কিছু না থাকে কথিবা খাবারেরে রুচি না হয় তাহলে সামান্যটুকু দুধ পান করবনে কথিবা কয়কে ঢোক পানি পান করবনে। তবুও সহেরৌ খাওয়া বাদ দবনে না। যহেতে সহেরৌ খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে ও প্রভুত কল্যাণ রয়েছে। সহেরৌ খাওয়া রোযাদাররে জন্য় দিনেরে বলোয় তার কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়ক। তাই একবোরনে না খাওয়ার চয়ে সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়া উচতি। তিনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। এই বরকত ছুটে যাওয়া উচতি নয়। বরং একজন মুসলমিরে উচতি এই বরকত লাভে আগ্রহী হওয়া; এমনকি সামান্য কিছু খাবার দিয়ে হলওে কথিবা কয়কেটি খজুর দিয়ে হলওে কথিবা কিছু দুধ দিয়ে হলওে। এই সহেরৌ খাওয়া দিনেরে বলোয় তার দুনিয়াবী ও দ্বীনিকাজকর্মে জন্য় সহায়ক।[সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বনি (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (৩/১২২২)